তুলসী দর্শন

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

প্রাতঃকাল। তুলসীদাস প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে ছাত্রদের সম্মুখের আসনে সমাসীন হইয়া দিনের পাঠ আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, ''কাল তোমাদের কোন বিষয়ে সন্দেহ ঠেকেছিল বল দেখি?'' প্রথম ছাত্রটি বলিল, ''প্রভু আপনি বলেছেন ভগবান রামচন্দ্র সকল জীবের হৃদয় মধ্যে বিরাজ করছেন কিন্তু সব মানবে সেই পরমাত্মার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় না কেন?'' তুলসীদাস—

''সবহি ঘট মেঁ হরি বসৈ, জেও গিরিসুত মেঁ জ্যোতি।
জ্ঞান-গুরু চক্‌মক্ বিনা কৈসে প্রকট হোতি।।'—

—বৎস! সকল জীবের দেহে ভগবান আত্মারূপে বিরাজ করছেন বটে কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন তাহার প্রকাশ হয় না। যেমন সকল পাথরেই অগ্নি আছে কিন্তু লৌহের আঘাত ভিন্ন যেমন তাহার প্রকাশ হয় না, তেমনি সদ্‌গুরুর উপদেশরূপ চক্‌মকি ভিন্ন মানব হৃদয়ে সেই চিন্ময় আত্মজ্যোতির প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। অতএব সদ্‌গুরুর উপদেশানুসার সাধন-ভজন করলেই তখন ভগবানের সাক্ষাৎ কৃপালাভ করতে পারবে।''

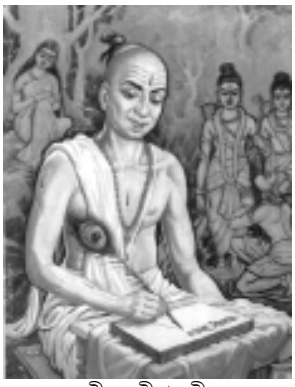
শ্রীতুলসীদাসজী

ছাত্র—''প্রভো! আপনিই তো আমাদের মহাগুরু; উপদেশ দিন, কেমন করে ভগবান রামচন্দ্রের ভজনা করব?''

তুলসীদাস—''তুম জৈসা রামপর, তুমসে তৈসা রাম।
ডাহিনে জাওত ডাহিনে জায়, বামে জাওত বাম।।'—

—বৎস! গীতাতেও ভগবান এই কথাই বলেছেন যে তুমি তাঁকে যেমনভাবে ডাকবে, তিনি তোমাকে সেইরূপ ভাবেই দর্শন দেবেন। অনুকূলভাবে ভজনা কর, তিনি অনুকূল হবেন; প্রতিকূলভাবে ভজনা করলে তিনি প্রতিকূল হবেন। অতএব সংযত চিত্তে অনুকূলভাবে একনিষ্ঠতায় ভজনা কর; তা হলেই মনোবাসনা সিদ্ধ হবে।''

ছাত্র—''তবে অতি সংযতভাবে সর্বান্তকরণে ভগবানের চরণপদ্মে আত্মসমর্পণ করলে তিনি কি সদয় হবেন?''

তুলসীদাস—

''হাঁ বৎস! জো জাকে শরণ লিয়ে, সো রাখে তাকো লাজ।
উল্‌টা জলে মছ্‌লি চলে, বহি জায় গজরাজ্।।'—

—দেখো, যে যাহার শরণ গ্রহণ করে সে তাহার মান নিশ্চয়ই রক্ষা করে থাকে। যেমন জলের শরণাগত হয়ে মৎস-সকল অনায়াসে উজানে ভীষণ তরঙ্গকে অতিক্রম করে যেতে পারে; উহারা কত ক্ষুদ্র কিন্তু বৃহদাকার হস্তী ভীষণ প্রতাপশালী হয়েও তা পারে না, তা জানো তো?''

ছাত্র—''তা তো জানি; তবে ভগবানের শরণাগত হওয়া চাই নয়তো কিছুই হবার নয় কিনা?''

তুলসীদাস—''হাঁ বৎস। প্রভু যে আমার শরণাগত প্রতিপালক, তাঁকে আত্মসমর্পণ না করলে কি তাঁর দয়া হয়? তিনি যে দীন-জন-বল্লভ।—

'নিজ দাসন ওর প্রভু করত কৃপা অতি ভুরি।
ভক্ত কৃপাবৎসল হরি জানত হ্যায় করি শুরি।।'—

—ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার অনুগতজনের প্রতি অতিশয় কৃপা প্রকাশ করেন; তিনি যে ভক্তবৎসল এবং ভক্তাধীন, তাহা কবি ও পণ্ডিতমাত্রই জানেন।'' এইরূপে তুলসীদাসজী তাঁর শিষ্যদের সম্যক্ চরিত্র গঠনের জন্যে আধ্যাত্মিক পথের শিক্ষা প্রদান করিতেন। মানুষকে সৎকর্মে সৎসঙ্গে উপনীত হইয়া কর্ম করিবার জন্য সন্ত তুলসীদাসজী তাঁর রচিত বহু দোঁহার মধ্য দিয়া লোক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

একবার তুলসীদাসজী তাঁর এক ভক্তকে দীক্ষাদান করিয়া 'রাম' নামের মহিমা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—''এ নামের তুলনা নাই; মরজীব এই নাম জপমালা করিলে অমর হয়, পাপ তাহাকে কদাপি আশ্রয় করিতে পারে না; আর বহু জন্মার্জিত সঞ্চিত পাপ তো মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া জপ করিবা মাত্রই ক্ষয় হইয়া যায়। এই রামনাম মাহাত্ম্যে স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে—

'রাশব্দোচ্চারণেনৈব বহির্নির্যাতি পাতকং।
পুনরাগমনঞ্চেৎস্যান্মকারোহস্তু কবাটকম্।।'—

অর্থাৎ—'রাম' শব্দের আদ্যক্ষর 'র' উচ্চারণ করিতে যে মুখব্যাদন করিতে হয় তাহাতেই জীবদেহের সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়।পুনর্বার আসিবার উপক্রম করিলে 'ম'কার রূপ কবাটে বদন আবদ্ধ হইয়া যায়; তাহাতে আর বাহিরের পাপ অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। বৎস! কলিকলুষ নাশ করিতে প্রাণারাম 'রাম' নামের তুল্য আর কিছুই নাই।—

'রাম নাম মণিদীপ ধরু, জীব দেহরি দ্বার।
তুলসী ভিতর বাহিরো জো চাহসী উজিয়ার।।'—

—দেখো, ঘরের মাঝখানে প্রদীপ রাখিলে যেমন ভিতর বাহিরের অন্ধকার তিরোহিত হইয়া আলোকোজ্জ্বল হয়, তেমন দেহের দ্বার সদৃশ জিহ্বাতে সেইরূপ বর্ত্তিকা জ্বালিয়া রাখিলে বাহ্যান্তরের দারুণ অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানালোকে দেহ-প্রাঙ্গন আলোকিত হয়।'' সন্ত তুলসীদাসকৃত রামায়ণে আছে—

''প্রভু সেবক হি ন ব্যাপে অবিদ্যা,

প্রভু প্রেরিত তেহিঁ ব্যাপে বিদ্যা।
তাতে নাশন হোই দাস কর
ভেদ ভক্তি বাড়ে বিহঙ্গবর।।''—

অর্থাৎ—হে বিহঙ্গবর! যে প্রকৃত সেবাপরায়ণ ভক্ত, সে কখনো অবিদ্যা-আচ্ছন্ন হইতে পারে না; ভগবান দয়া করিয়া যে জ্ঞান দান করেন তাহা সর্বদা তাহার মনে দীপশিখার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত থাকে; তজ্জন্য তাহার কখনো কোন কর্মেই ভুল হয় না। অর্থাৎ, সে কেবল সংসার পঙ্কে নিমজ্জিত না থাকিয়া ভগবানে চিত্ত দৃঢ় রাখিতে সমর্থ হয়।

সন্ত তুলসীদাসজী নির্গুণ ও সগুণ দুইয়েরই উপাসনায় সিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সগুণ সাধনাকে তিনি সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। তাঁর মতে সগুণ-সাধনায় সিদ্ধ সাধক ভগবানের যোগমায়াকে সাক্ষাৎ অবগত হন। তাই ভগবৎলীলার কারণে ভগবান যেরূপেই সাধকের সামনে আবির্ভূত হউন না কেন সগুণ সাধনায় সিদ্ধযোগী তাঁহাকে চিনিতে ভুল করে না। তাই তুলসীদাসজী তাঁর নিজের উপলব্ধির ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—

''নির্গুণ রূপ সুলভ অতি, সগুণ জানে কোই।
সুগম অগম নানাচরিত সুনি মুনি মন ভ্রম হোই।।''—

—নির্গুণ ব্রহ্মেরস্বরূপ উপলব্ধি করা অতি সহজ কারণ তাহার তো ঐ এক ভিন্ন অন্য স্বরূপ নাই। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব নির্ণয় করা কাহারও সাধ্য নহে; তিনি কখন কিরূপ ধারণ করেন, তাহা কে নির্দ্ধারণ করিতে পারে? ইহাতে মুনিগণেরও যখন মতিভ্রম হয়, তখন অন্য পরে কা কথা!

''সগুণ উপাসকগণ সুখ পাহিঁ,
নির্গুণ মেঁ তলফত দিন জাহিঁ।
মহাকষ্ট নির্গুণ ভজি নাহি,
কেবল করমী যত পছতাহিঁ।।
জো পুনি সগুণ ভক্তি নহি করহিঁ,
কেবল ব্রহ্মস্বরূপকো ভজহিঁ।
বাকো হোতি কলেশ সদাহিঁ,
তুষ কুটি কোউ চাবল পাহিঁ।।''—

যথা—নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা করা কষ্টপ্রদ; সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাতেই সাধক পরম সুখলাভ করিয়া থাকেন। যেমন তুষ কুটিয়া কেহ তণ্ডুল প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেইরূপ সগুণ ফেলিয়া নির্গুণে মজিলে কোন ফল হয় না; অতএব সগুণের উপাসনাই মনোরম ও সুখপ্রদ জানিবে।

''সগুণ ধ্যান রুচি সরস, নহি নির্গুণ মনতে দুরি।
তুলসী সুমিরহু রামকো নাম সজীবন মুরি।।'' —

অর্থাৎ—সগুণ রূপে ভগবানকে ধ্যান করিলে তাঁহার প্রতি তোমার সরস রুচি হইবে এবং নির্গুণভাবে ধ্যান করিতেও কখনো বিরত হইও না। তাই তুলসীদাসজী বলিতেছেন, মৃত্যুঞ্জয় রামনাম এইরূপে স্মরণ করাই একান্ত কর্তব্য। সগুণ ব্রহ্মের জয়ধ্বজা উড়াইয়া শ্রীরামচন্দ্রের অপার মহিমা কীর্তনান্তে সন্ত তুলসীদাসজী বলিয়াছেন—

''অগুণ হি সগুণ হি নাহি কছু ভেদা,
গাবত মুনি পুরাণ বুধ বেদা।।
অগুণ অরূপ অলখ অজ জোঈ,
ভগত প্রেমরস সগুণ সো হোঈ।।''—

অর্থাৎ—নিরাকার সাকার ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই; নিরাকার ব্রহ্মই ভক্তের কাতর ক্রন্দনে সাকার স্বরূপ ধারণ করিয়া ভক্তের ক্লেশ নাশ করিয়া তাহাকে সুখ প্রদান করেন। অতএব—''ভজুমন রাম চরণ দিন রাতি।''

শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা

হে আদিত্য! ঋষি আদিনাথ!
শুধাই তোমারে করি প্রণিপাত,
বলো নাঙ্গাবাবা, বলো মহামুনি,
কোন সাধনায় রত আছ তুমি?
বিশ্বের যেন সতর্ক প্রহরী,
সদা বিতরিছ জ্ঞানের লহরী।
কতবার কত অবতারে আনি,
ধন্য করিলে এ ভারতভূমি।
তব ইচ্ছাবলে আসেন ধরাতলে
পরম পুরুষ পরাশক্তি লয়ে।
সব অবতারে সাধনার তরে
কঠোরতা দিয়ে শেখাও যে তাঁরে।
সরায়ে তাঁদের মায়া আবরণ

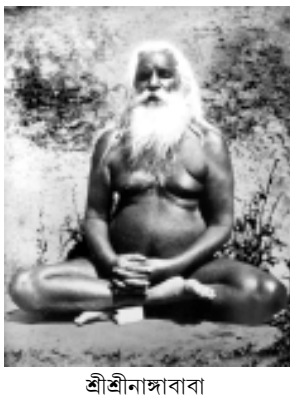
শ্রীশ্রীনাঙ্গাবাবা

চেনাও তাঁদের রূপ সনাতন
ইহাই কি তব কাজ চিরন্তন?
হে ত্রিকালজ্ঞ! হে মুনিবর!
জানিনা তুমি দেবতা কি নর।
তোমার বিশাল দেহের কান্তি
ঘুচায় মনের মোহ ভ্রান্তি।
তুমি আমাদের করো আশীর্বাদ
নাশ হয় যেন সব অবসাদ।
প্রাণের পরশে আলোর ঝলক্
সদা যেন রয় হয়ে জাগরুক্।
লুটায়ে তোমার শ্রীচরণতলে
লইনু শরণ আমরা সকলে।।

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী